12

দৈনিক সংবাদ

তারিখ FEB. 7 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে স্বাধীন চিন্তার কেন্দ্রঃ রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন, শিক্ষাই জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি নির্ধারণে শিক্ষার ভূমিকাই প্রধান। তিনি বলেন, একটা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণে ও সমাজ গঠনে শিক্ষাই প্রধান হাতিয়ার।

গতকাল শনিবার সকালে বিআইআইএসএস মিলনায়তনে শিক্ষা প্রকল্প ও উন্নয়ন গবেষণা ফাউণ্ডেশন-এর রজত জয়ন্তী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি এ কথা বলেন।

১৯৭২ সালে গঠিত কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি তার বক্তৃতায় বলেন, সে কমিশন ১৯৭৪ সালের মে মাসে রিপোর্ট পেশ করেন। তারপর সুদীর্ঘ ২৪ বছর অতিক্রান্ত হলেও কুদরত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশগুলোর সঠিক মূল্যায়ন বা বাস্তবায়ন হয়নি।

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, শিক্ষানীতি সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়ন একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ এবং চলমান প্রক্রিয়া। সরকারের উপলব্ধিতে এই চলমান প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো নির্ভরযোগ্য চলমান গবেষণাকর্ম। প্রাথমিক থেকে শিক্ষার উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত বিরাজমান সংকটাপন্ন পরিস্থিতির জন্য দায়ী প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ দুর্বল শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা; দেশ ও যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যহীন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি; যোগ্য, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব; ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি; শিক্ষার সর্বস্তরে জবাবদিহিতার অভাব; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস।

তিনি বলেন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও এর সমাধানকল্পে এবং ক্রমমূল্যায়নে নির্ভরশীল তথ্য ও উপাত্ত অপরিহার্য। শিক্ষা উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান সম্পদ বিনিয়োগ যাতে ফলপ্রসূ হয় তার মূল্যায়নের জন্য চলমান গবেষণাকে শিক্ষার উন্নয়ন পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কেবল উচ্চ শিক্ষারই স্থান নয়, এটা মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তারও বিচরণক্ষেত্র। এ জন্য সব দেশে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর্থিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপর নির্ভরশীল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরুন ঃ ছাত্রবেতন ছাড়া এর নিজস্ব আয়ের আর কোন উৎস নেই। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটের শতকরা ৯৩ ভাগ সরকারের অনুদান। কাজেই এর নিজস্ব আয় বাড়ানো একান্ত দরকার। ছাত্রবেতন পঞ্চাশ বছর পূর্বে যা ছিল- যেমন কলা বিভাগে মাসিক ১০ টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগে মাসিক ১৫ টাকা, এখনও প্রায় তাই রয়ে গেছে। কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলা বিভাগে ছাত্রবেতন ১০ টাকা থেকে ২৫ টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগে ১৫ টাকা থেকে ৫০ টাকা ও কিছু সংশ্লিষ্ট ফি এই অনুপাতে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রবল ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠে। দেশের নেতৃবৃন্দ- সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দল, এ পদক্ষেপ সমর্থন না করে নীরবতা পালন করেন। কারণ ছাত্র ছাড়া তাদের রাজনীতি হয়তো অচল হয়ে পড়বে। তাই কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৯৮৫ সালে আমি যখন জাতীয় পে-কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলাম, তখন আমি সরকারি-আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সাথে বেতন কাঠামো নিয়ে আলোচনা করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন বাড়ানোর কথা বললে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ একবাক্যে এর বিরোধিতা করেন এবং 'শিক্ষা সংকোচ' ঘটবে বলে তারা অজুহাত দেখান। আমি তখন বললাম যে, পঞ্চাশ বছর পূর্বে ছাত্রাবাসের ফুড চার্জ যেখানে মাসিক ৩০ টাকা ছিল, সেখানে ফুড চার্জ বর্তমানে মাসিক ৮শ' টাকা হয়েছে। ছাত্ররা যদি ৩০ টাকার জায়গায় ৮শ' টাকা ফুড চার্জ দিতে পারে তাহলে ১০ টাকার জায়গায় ২৫ টাকা বেতন কেন দিতে পারবে না? বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নের কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর পাইনি।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, ফাউণ্ডেশনের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক মুহাম্মদ শামস-উল হক, উপাচার্য একে আজাদ চৌধুরী, অধ্যাপক ফেরদাউস খান প্রমুখ বক্তৃতা করেন।